৩/৯/২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ভোরের কাগজ

প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী ড. জহুরুল চ.বিতে আবার বহাল, শিক্ষক সমিতি ক্ষুব্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষক ড. জহুরুল হককে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বহালের আকস্মিক নির্দেশে উদ্বেগ ও বিস্ময় প্রকাশ করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন (এফ.বি.ইউ.টি.এ) বলেছে, এ ধরনের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন শিক্ষক সমাজ যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করবে।

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের গতকালের এক সভায় এ বিষয়ে বলা হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ন্যাক্কারজনক অনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে সুস্পষ্টরূপে সম্পৃক্ত একজন ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুণরায় নিয়োগ দিয়ে প্রকারন্তরে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সভায় বলা হয় শিক্ষক সমাজ কোনো ভাবেই এটা মেনে নেবে না এবং শিক্ষা ও নৈতিকতার স্বার্থে এ ধরনের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন শিক্ষক সমাজ যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করবে।

উল্লেখ্য, প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে চ.বির বাণিজ্য অনুষদের জামাতপন্থী ঐ শিক্ষককে বরখাস্ত করার ছয় বছর পর গত বুধবার আবার তাকে স্বপদে বহালের আদেশ দেওয়া হয়েছে। চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই যোগদানের আদেশ জারি করে বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ফিন্যান্স বিভাগের উক্ত শিক্ষক ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষা বর্ষের বাণিজ্য অনুষদের ভর্তি কমিটির সদস্য থাকাকালে বিবিএ প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তে গঠিত একাধিক কমিটি তাদের তদন্ত রিপোর্টে ঐ শিক্ষককে অভিযুক্ত করে রিপোর্টে দাখিল করে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে তৎকালীন এটর্নি জেনারেল প্রয়াত আমিনুল হকের মতামত নিয়ে চ.বি সিন্ডিকেট ১৯৯৫ সালে ঐ শিক্ষককে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য অভিযুক্ত করে তাকে চাকরিচ্যুত করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ও এ বিষয়ে সরকারের উদাসীনতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে কোণঠাসা করা ও স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তিদের খুঁজে খুঁজে নিয়োগদানের ঘটনাতেও সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, এ ধরনের নিয়োগ আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে। সভায় অবিলম্বে এ ধরনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় কার্যকর পদেক্ষেপ গ্রহণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জোর আহ্বান জানানো হয়।